সংবাদ

তারিখ 2 JUN 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

গুচ্ছভিত্তিক বিষয় নির্ধারণে সারাদেশে কলেজে নৈরাজ্য

রাকিব উদ্দিন

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি কলেজে চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সব কলেজে সব বিষয় আছে কী না, কিংবা ছাত্রছাত্রীরা কোন বিষয় বেশি পছন্দ করেন—তা বিবেচনায় না নিয়ে ঢালাওভাবে গুচ্ছভিত্তিক তাদের বিষয় বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে সরকার। এতে দেখা গেছে, মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষায় বিভিন্ন গুচ্ছে যেসব বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেগুলো দেশের অধিকাংশ কলেজে পাঠদানের অনুমোদনই নেই। এসব বিষয়ে নেই কোন শিক্ষক। ফলে সারাদেশে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা কোন কোন বিষয়ে পড়তে পারবে তা নির্ধারণ নিয়ে ভয়াবহ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক কলেজে ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি, এসইএসডিপি ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের জন্যই কলেজে ভর্তিতে এই হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন এর দোষারোপ নিতে হচ্ছে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে। এনসিটিবি, মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টরা এর দায়-দায়িত্ব নিচ্ছেন না। এক সংস্থা অন্য সংস্থাকে দায়ী করছেন। গতকাল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শত শত কলেজের প্রধান ও প্রতিনিধিরা মনঃক্ষুণ্ন হয়ে এই জটিলতা নিরসনে করণীয় জানতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন বোর্ডের কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি প্রফেসর তাহমিনা বেগম সংবাদকে বলেন, 'কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল হচ্ছে এই গুচ্ছ পদ্ধতি। তবে এই মুহূর্তে এই পদ্ধতি বাস্তবায়নে আমাদের পূর্ণ প্রস্তুতি নেই। তাই এবারের জন্য এই পদ্ধতি স্থগিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করেছি।'

রাজধানীর ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড নৈরাজ্য : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

নৈরাজ্য : সারাদেশে

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের এক শিক্ষিকা গুচ্ছভিত্তিক বিষয় নির্ধারণ প্রসঙ্গে সংবাদকে বলেন, 'কলেজ শিক্ষকদের মতামত নিয়ে এ পদ্ধতি চালু করলে কোন সমস্যা হতো না। যারা হঠাৎ এই পদ্ধতি চালু করেছেন, তাদের দেশের কলেজ শিক্ষাব্যবস্থা ও অবকাঠামো সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই'।

গুচ্ছ পদ্ধতি কী ও জটিলতা

গুচ্ছভিত্তিক বিষয় নির্ধারণ করে দিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) গত ১৫ মে প্রজ্ঞাপন জারি করে। সে অনুযায়ী এবার ৬টি শাখায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। শাখাগুলো হলো- মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং সংগীত। সব শাখার শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক বিষয় হলো- বাংলা, ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)। শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় যথারীতি তিনটি রাখা হয়েছে। ঐচ্ছিক বিষয়ও আগের মতো একটিই রাখা হয়েছে।

এতে দেখা গেছে, বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও সংগীত শাখায় গুচ্ছভিত্তিক বিষয় নিয়ে তেমন কোন কলেজে সমস্যা হচ্ছে না। ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায়। কারণ এই দুটি শাখায় গুচ্ছভিত্তিক যেসব বিষয় পাঠদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, দেশের অধিকাংশ কলেজেই সবকটি বিষয় নেই।

মানবিক শাখায় গুচ্ছ জটিলতা

মানবিক শাখার আবশ্যিক বিষয় হিসেবে যেসব বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস অথবা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে যে কোন একটি বিষয়, পৌরনীতি ও সুশাসন বা অর্থনীতি অথবা গৃহবিজ্ঞান থেকে যে কোন একটি এবং সমাজবিজ্ঞান বা সমাজকর্ম অথবা ভূগোল থেকে যে কোন একটি পড়তে হবে।

এ বিষয়ে গোপালগঞ্জের মুখছেদপুর বাটিকামারী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'আমার কলেজে সমাজবিজ্ঞান বা সমাজকর্ম অথবা ভূগোল পাঠদানের অনুমোদন নেই, নেই এসব বিষয়ের শিক্ষক'।

ব্যবসায় শিক্ষায় গুচ্ছ জটিলতা

গুচ্ছভিত্তিতে ব্যবসায় শিক্ষার জন্য যেসব বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেগুলো হলো- ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান এবং ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা অথবা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন।

এই জটিলতার ভুক্তভোগী জামালপুরের সড়িষাবাড়ীর যমুনা বহু তারখানা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবদুন সালাম সংবাদকে বলেন, 'আমার কলেজে ব্যবসায় শিক্ষার ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা অথবা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয় নেই। মানবিকের ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ও নেই। অথচ এসব বাধ্যতামূলক করা হয়েছে'।

বিভিন্ন কলেজের কয়েকজন শিক্ষক জানান, আগাম ঘোষণা ছাড়াই এবার হঠাৎ আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ এ বিষয়ে সারাদেশে একজনও শিক্ষক নেই। এ বিষয়ে এমপিও সুবিধাও দেয়া হয় না। এখন কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষক নিয়ে আইসিটি পাঠদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ কলেজে কম্পিউটার শিক্ষাও পাঠদান হয় না। এনসিটিবির জানায়, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) অর্থায়ন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কারিকুলাম বিশেষজ্ঞরা এবার প্রথমবারের মতো গুচ্ছভিত্তিক বিষয় নির্ধারণ করেছে। তাদেরই এর ভুলত্রুটির দায়দায়িত্বও এই প্রকল্পেরই। কিন্তু প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন, কাউকে এখন দোষারোপ না করে জটিলতা নিরসন করা জরুরি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এসইএসডিপির প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) নূতন কুমার রায় গতকাল সংবাদকে বলেন, 'বিশেষজ্ঞরা সঠিক কাজই করেছেন। কারণ গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোতে সবরকম বিষয় পাঠদান করা হয়। কিন্তু কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান থাকা জরুরি হলেও সেগুলো পাঠদান করা হয় না'। তবে এ বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আপাতত শাখাভিত্তিক কয়েকটি বিষয় সবার জন্য উন্মুক্ত রেখে জটিলতা নিরসনের চেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে'।